AKASHVANI(AIR)

RNU: KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date 09-03-2026 **Time: 7.50 PM**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট, আইন মেনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হবে বলে নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে।

আজ সকালে ৮ টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বৈঠক করেছেন।

২) এসআইআর নিয়ে রাজ্য সরকার ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ।

৩) মন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছ থেকে আইন দপ্তরটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিজের হাতে নিয়েছেন।

৪) রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচটি আসনে জয়ী প্রার্থীদের হাতে আজ জয়ের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

৫) রাজ্য জুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা চলছে।

৬) রাজ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া সহ বিক্ষিপ্তভাবে হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন আইন মেনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হবে বলে নির্বাচন কমিশন আশ্বাস দিয়েছে। পাশপাশি এসআইআর প্রক্রিয়াও নিরপেক্ষভাবেই পরিচালিত হচ্ছে বলে কমিশনের দাবি। রাজ্য সফররত মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে একথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন। বৈঠকে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করা হচ্ছে। কোনও নাম বাদ দেওয়া বা নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট তিন ধরনের ফর্ম রয়েছে। যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা প্রয়োজনীয় নথি সহ সংশ্লিষ্ট ফর্ম জমা করলেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে।

আজ সকালে আটটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যের আবগারি দফতরকেও সতর্ক করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। নির্বাচন চলাকালীন মদের উৎপাদন ও বিক্রি যাতে অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। মূলত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দেশী মদের উৎপাদন ও বিক্রির ওপর কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্যের আধিকারিকদের উদ্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে নয়, পুরো প্রক্রিয়া জুড়েই কমিশনকে সক্রিয় থাকতে হবে এবং কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে সমস্ত নির্দেশ।

এর আগে রাজারহাটে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে বিজেপি-র তরফে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ সরকার, শিশির বাজোরিয়া, তাপস রায় প্রমুখ। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি জানায়, তাদের তরফে ১৬ দফা দাবি নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছে। এক বা দু-দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পক্ষে বিজেপি নেতৃত্ব সওয়াল করেছেন বলে শিশির বাজোরিয়া জানিয়েছেন।

বাইট শিশির বাজোরিয়া

এদিন বিজেপি-র তরফে অভিযোগ করা হয়, ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা মঞ্চ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর থেকেই প্রমাণিত রাজ্যে সংবিধানের অস্তিত্ব বিপন্ন।

অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মন্ত্রী চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য্য, ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যসভার প্রার্থী প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন, বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে।

বাইট চন্দ্রিমা

সিপিআইএম-এর প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং শমীক লাহিড়ী। ৬০ লক্ষ ভোটারকে বিচারাধীন রেখে কোনোভাবেই নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদেরকেও নিজের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হোক। সিপিএমআইএম-র পক্ষ থেকে ভোটের দফা কমিয়ে আনার আবেদন জানানো হয়েছে।

বাইট সেলিম

কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ বৈঠকে যোগ দেন। প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ক দফায় ভোট হবে, তা ঠিক করার আগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাইট প্রদীপ ভট্টাচার্য্য

এর আগে আজ সকালে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, বিশেষ রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। মন্দির থেকে বেরনোর সময়, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা তাঁকে লক্ষ্য করে গো ব্যাক শ্লোগান দেন। দেখানো হয় কালো পতাকাও।

বিজেপি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কালো পতাকা দেখানোর নিন্দা করেছে। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ভয় দেখানো ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। কখনো ভোটারদের, কখনো ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের কিংবা কখনো নির্বাচন কমিশনকে ভয় দেখাচ্ছে তারা। তবে ভয় পেয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া কোনভাবেই বন্ধ হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। কালীঘাটে আজ সকালে গো ব্যাক স্লোগানের বিষয়ে শ্রী মজুমদার বলেন, বিক্ষোভকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো। তাই পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। নির্বাচন কমিশনের শক্ত হাতে রাজ্যের পুলিশকে সহবত শেখানো উচিত বলে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দাবি করেন।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির সামনে প্রধানমন্ত্রীর বসে থাকার ছবি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে সম্পর্কে শ্রী মজুমদার বলেন, ওই ধরনের ছবি দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন সে বিষয়ে অভিযোগ করার আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে কি করেছেন সে বিষয়ে তার ভাবা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে এস আই আর নিয়ে ফের সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে রাজ্যের আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী জানান, আগের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও যেসব ভোটারের নাম বাদ পড়েছে তাদের বক্তব্য শোনা হোক। এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জানান, ERO দের নির্দেশে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ ভাবে আবেদন করা যায় না বলেও প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন। আগামীকাল রাজ্যের এস আই আর সংক্রান্ত মূল মামলাটির শুনানি রয়েছে শীর্ষ আদালতে, সেই সময় সব পক্ষের অভিযোগ বা বক্তব্য শোনা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আগে থেকেই মামলা চলছে। এর আগের নির্দেশে রাজ্যের এসয়াইয়ারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে বিচারক নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। ইতিমধ্যে ৫০০ জনের বেশি বিচারক সেই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।এর মধ্যে ২০০ জন ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিচারককেও নিযুক্ত করা হয়েছে। আদালত তখনই জানিয়েছিল, এই

বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বলে গণ্য হবে। এবং রাজ্যকে তা পালন করতে হবে।

রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য মলয় ঘটক কের কাছ থেকে নিয়ে আইন দপ্তরটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের হাতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে মলয় ঘটক শুধু মাত্র শ্রম দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন।

এদিকে আজই বাবুল সুপ্রিয় রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। নিয়ম মাফিক তিনি আর রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য রইলেন না। তাঁর হাতে থাকা তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প পুনর্গঠন ও পাবলিক এন্টারপ্রাইজ দপ্তর দুটিও মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই থাকার কথা। তবে এ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত হয় নি বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচটি আসনে জয়ী প্রার্থীদের হাতে আজ জয়ের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের পর আজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের বাবুল সুপ্রিয়, কোয়েল মল্লিক, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী এবং বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা। মেনকা গুরুস্বামী উপস্তিত না থাকায় তাঁর হয়ে মন্ত্রিসভার সদস্য অরূপ বিশ্বাস শন্নগসাপত্র গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য এই পাঁচজন প্রার্থী গত পাঁচই মার্চ বিধানসভায় গিয়ে নিজেদের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন।

জয়ের শংসাপত্র পাওয়ার পর বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা জানিয়েছেন, দেশ, রাজ্য ও মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার নিয়ে তিনি সংসদে যাবেন। শপথ বাক্যকে তিনি নিজের জীবনে কার্যকর করতে চান বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাইট রাহুল সিনহা

রাজ্য জুড়ে বিজেপি-র পরিবর্তন যাত্রা চলছে।

কোচবিহারের হলদিবাড়ি বাজারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ধর্মতলায় মুখ্যমন্ত্রীর ধর্ণা কর্মসূচীর সমালোচনা করেন। অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়া আটকাতেই এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নদীয়ার নাকাশিপাড়া থেকে শুরু হওয়া পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা কৃষ্ণনগরে পৌঁছায়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার প্রবাল রাহা সহ দলীয় কর্মী সমর্থক। শ্রী সরকার অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসক দলের মদতে রাজ্যে দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং প্রশাসনিক অনিয়ম বেড়েই চলেছে। প্রকৃত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সভা শেষে এই যাত্রা' কৃষ্ণনগর থেকে আসাননগরের উদ্দেশে রওনা দেয়।

বাঁকুড়ার পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গঙ্গাজল ঘাঁটি, অমরকানন হয়ে মিছিল জেলা সদরে পৌঁছয়।

পূর্ব বর্ধমানের কালনা থেকে মন্তেশ্বর হয়ে মেমারির বামনপাড়া পর্যন্ত আসে বিজেপির আরও একটি পরিবর্তন যাত্রা। সেখানে উপস্থিত দলের নেতা দিলীপ ঘোষ

মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, যেকোনো ইস্যুতেই ধর্ণা দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাব হয়ে গেছে।

রাজ্যে চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ধর্মতলায় ধর্ণা কর্মসূচীর আজ চতুর্থ দিন। দলের অন্যান্য নেতা নেত্রীর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী আজ একাধিকবার বক্তব্য রাখেন। এসআইআর ইস্যুতে একসঙ্গে বিজেপি ও কমিশনকে আক্রমণ করেছেন তিনি।

আবহাওয়া দপ্তরের সাম্প্রতিক র‍্যাডার পর্যবেক্ষণে, আজ সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় ঝড়ো হাওয়া সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তরবঙ্গেও রয়েছে দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সেখানে তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন না হলেও দক্ষিণবঙ্গে আগামী বুধবার থেকে তাপমাত্রা আবারো বৃদ্ধি পাবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান হবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।

সারাদিন মোটের ওপর আকাশ মেঘলা থাকায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকর থেকে যা ২ ডিগ্রি কম।

------------------- -------------------